নতুন ধারার দৈনিক
আমাদেরসময়

গবেষণামুখী নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার

প্রকাশ | ২০ জানুয়ারি ২০১৯, ০০:০০

ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী

শিক্ষার সঙ্গে গবেষণার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কটির সূত্রপাত লেখাপড়ার হাতেখড়ি থেকে শুরু করে শিক্ষার সব স্তরেই হতে পারে। একজন শিশু যদি শৈশব থেকে শিক্ষার মাধ্যমে গবেষণার ধারণা লাভ করতে পারে, তবে তার উদ্ভাবনী শক্তি ও মেধার বিকাশ বিকশিত করা সম্ভব। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমরা গবেষণামুখী শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। একজন শিশুর জন্য গবেষণামুখী শিক্ষাকে জটিল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের শিক্ষার কৌশলটি জটিল নয়, বরং অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ। প্রাথমিকভাবে মানুষের মধ্যে যদি ফলিত গবেষণার ধারণা সৃষ্টি করা যায়, তবে তা পরবর্তী সময়ে মৌলিক গবেষণা করার ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করবে। ফলিত গবেষণার ধারণা সৃষ্টির ভিত্তি হবে আগের মৌলিক গবেষণাগুলোর ফলাফল।

একজন শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন থেকেই তার যে কোনো বিষয়ে রেসপন্স করার অনুভূতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এ বিষয়টি মা ও সন্তানের ভেতর বিদ্যমান থাকলেও শিশুর ক্রমাগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এটি জানার ও বোঝার আগ্রহে পরিণত হয়। যেমনÑ গবেষণায় দেখা যায় যে শিশুদের মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় স্বাদ, গন্ধ, শব্দ এমনকি দৃশ্যমান অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এর অর্থ হচ্ছে মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুদের যে কোনো বিষয় বা অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার বুদ্ধিমত্তা তৈরি হয়। এর পর মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়ে একটি শিশু

তার চারপাশে ঘটতে থাকা অবস্থাগুলোকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা বিশ্লেষণ করার সুযোগ পায়। এ ছাড়া নিজের বেড়ে ওঠার প্রতিটি বিষয়কে সে তার নিজের মতো বিশ্লেষণ করে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, শিক্ষাগ্রহণের আগেই একজন মানুষের মধ্যে চিন্তাশীলতা গড়ে ওঠে। এ চিন্তাশীলতা উদ্ভাবনী শক্তি হিসেবে পরোক্ষভাবে কাজ করে মানুষের মধ্যে গবেষণার মনোভাব গড়ে তোলে। এখান থেকেই ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিসের সক্ষমতা একজন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে মেধার বিকাশ ঘটে। শিক্ষা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা বাড়ার কথা থাকলেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কারণে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমতে থাকে। এর কারণ হলো, এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের নিজেদের সংস্কৃতির প্রভাবে নিয়ে এসে গবেষণামুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে পারিনি। গবেষণামুখী শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের মূল উদ্দেশ্য হবে কীভাবে জ্ঞানকে সহজভাবে উপস্থাপন করে শিশুদের চিন্তাশীলতাকে প্রস্ফুটিত করা যায়। এটি এমনভাবে করতে হবে, যাতে কোনো একটি বিষয় আলোচনা করার পরই বিষয়টি শিশুদের মনকে প্রভাবান্বিত করে আগ্রহের সৃষ্টি করে।

শিশুদের আরও কিছু জানার রেশ থেকে যায় এবং নিজেদের মধ্যেও তারা যাতে বিষয়টি পরস্পর আলোচনা করে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। এ ধরনের গবেষণামুখী শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ চাপমুক্ত ও আনন্দদায়ক। প্রাথমিক স্তরে কোনো পরীক্ষা পদ্ধতি রাখা যাবে না, কিন্তু মেধাশক্তি যাচাইয়ের বিকল্প পদ্ধতি থাকতে পারে। যে বিকল্প পদ্ধতি থাকবে, তা শিশুদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি না করে তা হবে আনন্দের উৎস এবং এ ধরনের শিক্ষা শিশুদের পূর্ণতা লাভ করবে। এই স্তরে মুখস্থবিদ্যাকে নিরুৎসাহিত করে কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে প্রাধান্য দিতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রাথমিক স্তরে গবেষণামুখী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ কেমন হবে এবং পরীক্ষার বিকল্প পদ্ধতি কী কী হতে পারে। গবেষণামুখী শিক্ষা গল্পের আদলে হবে। বিষয় যা-ই হোক না কেন, প্রতিটি বিষয়কে গল্পের মতো করে উপস্থাপন করতে হবে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যা আমরা দেখছি, সেগুলোকে উদাহরণ বা কেস স্টাডি হিসেবে নিয়ে আসতে হবে। এরপর এটি নিয়ে শিক্ষার্থীরা গ্রুপ ভিত্তিতে আলোচনা করে তাদের মতামত প্রদান করবে। এর সঙ্গে নিজেদের কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে ব্যবহার করে বিষয়টির ওপর তাদের কাল্পনিক ও বাস্তব ধারণা গল্পের মতো করে প্রকাশ করবে। এই গল্পের ফলাফল কী হতে পারে, সেটি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরবে। এর পর ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপ একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ভাবনার সফলতা ও সীমাবদ্ধতা এবং সেখান থেকে কীভাবে বেরিয়ে এসে ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, সেটি শেয়ার করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা এককভাবে বিষয়টির ওপর তাদের নিজস্ব ধারণা ও তার সম্ভাব্য ফলাফল পাঁচ থেকে দশটি বাক্যের মাধ্যমে লিখে তা শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। একেবারে যারা ছোট, কেবল লেখাপড়া শুরু করেছে তাদের মতামত অডিও করে রাখা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে এগুলো বিশ্লেষণ করে একটি ইভালুয়েশন বোর্ডের মাধ্যমে মেধার মূল্যায়ন করা যেতে পারে। মেধা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে খুব ভালো, ভালো ও গড় এই তিন ধরনের মূল্যায়ন থাকবে এবং খুব ভালো কীভাবে ধরে রাখা যায়, ভালো কীভাবে খুব ভালো করা যায় কিংবা গড় কীভাবে ভালো বা খুব ভালো করা যায়, সে বিষয়েও বিশ্লেষণ থাকবে। এর ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের যেখানে দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলোকে পরিচর্যার মাধ্যমে উন্নত করতে হবে। এ পদ্ধতিতে কোনো পাস-ফেল থাকবে না। পাঠ্যবইগুলো কথাসাহিত্যের আকারে লিখতে হবে। নেচারের একটি গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, কোনো বিষয়কে কথাসাহিত্যের মতো করে লিখলে তা মানুষের চিন্তাশক্তিকে বেশি প্রভাবান্বিত করে এবং সেখান থেকে যে কল্পনাশক্তি তৈরি হয় তা সারাজীবন মনে থাকে। এগুলোর সঙ্গে একজন মানুষের জীবন গড়ে তুলতে অন্য যে উপাদানগুলো রয়েছে, তার প্রতিফলন শিক্ষাব্যবস্থায় থাকতে হবে। যাতে করে একজন শিক্ষার্থী কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ এ ধরনের বিষয়গুলো বুঝতে পারে। প্রতিদিনের জীবনে যে সম্ভাব্য সমস্যাগুলো আসতে পারে, সেগুলোকে কীভাবে রোধ করা যাবে তার বিভিন্ন বিকল্প কৌশল শিক্ষার্থীদের জানানো যেতে পারে। মানুষের জীবনাচরণের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ও তার বাস্তব প্রয়োগ কীভাবে সম্ভব, তার কৌশল ও পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখানো যেতে পারে।

মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, দেশপ্রেম ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের এতদসংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের সফলতার গল্প শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে। বিজ্ঞানকে আনন্দের অনুসর্গ হিসেবে চিহ্নিত করে হাতে-কলমে তা সহজভাবে শেখাতে হবে। গণিতের মতো বিষয়টিতে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার জন্য সেটাকেও গল্পের আদলে নিয়ে আসতে হবে এবং বাস্তবে এটির প্রয়োগ কীভাবে করা যায়, সেটিও দেখাতে হবে। মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে এমনভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলে ধরতে হবে, যাতে করে তারা তাদের মধ্যে গর্ব করার মতো বিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে। সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় যেমন সংগীত, কবিতা, গল্প, নাটিকা এগুলোকেও শিক্ষার অনুসর্গ হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের উদার ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর কারণ হচ্ছে সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মানুষের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানো যায়। তবে যা কিছু করানো হোক না কেন, সেগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করে শিক্ষাকে গবেষণামুখী চিন্তাশক্তির উৎস হিসেবে প্রতিফলিত করা যায়, সেটি নিয়ে ভাবতে হবে।

প্রাথমিক স্তরের পর শিক্ষার দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষাকে কীভাবে আরও গবেষণামুখী করে গড়ে তোলা যায়, সেটি নিয়ে ভাবা দরকার। এর সঙ্গে উদ্ভাবনী কর্মমুখী শিক্ষার সম্মিলন ঘটাতে হবে। এই শিক্ষাস্তরেও পরীক্ষার চেয়ে মেধাশক্তির উৎকর্ষতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। এখানে শিক্ষার্থীরা আরও বেশি গবেষণামুখী হয়ে তাদের চিন্তাশক্তিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে। এই বাস্তব প্রয়োগের দক্ষতার ওপর ভিত্তি করে মেধার মূল্যায়ন করা হবে। এর সঙ্গে ওপেন বুক পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রিয়েটিভ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তবে পরীক্ষার সংখ্যা এই স্তরে একটি বা দুটির বেশি হবে না। এর পরের স্তর হবে উচ্চতর শিক্ষা। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাদানকে গৌণ ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টিকে মুখ্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এখানে শিক্ষার্থীরা তাদের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে গবেষণায় পুরোপুরি নিজেদের আত্মনিয়োগ করবে। গবেষণালব্ধ ফলাফল উঁচু মানের জার্নালে প্রকাশ করবে ও পেটেন্টের মতো বিষয়গুলোয় গুরুত্ব দেবে। উচ্চতর স্তরে পাঠ্যপুস্তক বলে কিছু থাকা উচিত নয়। যদি রাখা হয় সেটিও সীমাবদ্ধ আকারে থাকতে পারে। এই স্তরে পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে বিভিন্ন গবেষণাভিত্তিক বই ও জার্নালে প্রকাশিত সমসাময়িক গবেষণার ফলাফলকে শিক্ষার প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রশ্নপত্র সৃজনশীল হতে হবে, যাতে সেখানে গবেষণাভিত্তিক চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে।

ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, জাপানসহ বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলো গবেষণামুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কিনা, সেটি নিয়ে বিষদ গবেষণা হতে পারে। গ্রাম ও শহরের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বৈষম্য না রাখা। শিক্ষার বহুমাত্রিক সর্বজনীনতাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার বৈষম্যকে দূর করতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্ভাবনকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার বিকাশের কথা বলেছেন। গবেষণামুখী শিক্ষার প্রয়োগের মাধ্যমেই উদ্ভাবনী শিক্ষার বিকাশ ঘটানো সম্ভব। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতে চান। প্রয়োজনে শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে চান। সবকিছুই শিক্ষার ইতিবাচক দিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন সমন্বিত ভাবনা প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণামুখী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার গুণগত মানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আমরা বিশ্বমানের শিক্ষাব্যবস্থায় নিজেদের সম্পৃক্ত করে শিক্ষার সীমাবদ্ধতার অচলায়তনকে ভাঙতে চাই। সবাই ইতিবাচক থাকলে হয়তো সেটি সময়ের ব্যাপারমাত্র।

য় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান চৌধুরী : শিক্ষাবিদ ও কলাম লেখক

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@ dainikamadershomoy.com, editor@ dainikamadershomoy.com

---

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি